বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

বাংলাদেশ দূতাবাস আঙ্কারায় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠিত

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি-আঙ্কারা, ৩০ অক্টোবর ২০২০ঃ গত ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ দূতাবাস, আঙ্কারার উদ্যেগে ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের মধ্যে দিয়ে পবিত্র "ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে দূতাবাসের নবনির্মিত বিজয় একাত্তর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তুরস্কে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী, দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তুরস্কের বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মোঃ রাশেদ ইকবাল এবং মিশন উপ-প্রধান মোঃ রইস হাসান সারোয়ারের উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটির শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করা হয়। তেলোয়াত শেষে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির দূত আখেরি জামানার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জীবন ও কর্মের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নবী করিম (সঃ) এর জন্ম থেকে শৈশব, নব্যুয়াত প্রাপ্তি, অন্ধকারচ্ছচ্ছন্ন আরব সমাজের মানুষকে আলোর পথ দেখানো এবং সে সমাজে ইসলামের প্রচার ও প্রসার, মক্কা হতে মদীনায় গমন, সমগ্র মানব মুক্তির সংবিধান "মদীনা-সনদ" প্রতিষ্ঠা এবং মক্কা বিজয় সহ নবীজির জীবন ভিত্তিক বিভিন্ন দিক উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে উঠে আসে।

অতপরঃ অনুষ্ঠানের সভাপতি রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী'র গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ক বিষদ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন- সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবী ও আখেরাতে শান্তি ও জান্নাত লাভের প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জীবন ও কর্মের আলোকে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী'র তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপুলব্ধি ও সে অনুযায়ি জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি তুরস্কে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশী ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দূতাবাসের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন এবং যেকোন প্রয়োজনে দূতাবাস সার্বক্ষণিক সবার পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন ও সবধরনের সহযোগীতার আশ্বাস দেন। তিনি ভবিষ্যতে দূতাবাসে আয়োজিত সম্ভাব্য সকল অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের স্বতঃস্ফুর্ত উপস্থিতির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য শেষে "ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী" উপলক্ষে মিলাদ পাঠ করা হয়। অতপরঃ দেশ ও জাতির শান্তি ও মঙ্গল কামনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে দেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ও কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।